নবপর্যায় : ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২১

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

দর্শণার্থীদের পদচারণায় মুখরিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণ

১৯ আগস্ট ২০২১ দর্শনার্থী ও জাদুঘর কর্তৃপক্ষ সকলের জন্য ছিল আনন্দের দিন। সুরক্ষাবিধির সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। গত ২৭ দিনে প্রায় ৩১০০ দর্শনার্থী পরিদর্শন করেছেন জাদুঘর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ এক শিক্ষার্থী জাদুঘর ভ্রমণ শেষে মন্তব্য খাতায় লেখেন 'বাঙালি জাতির জীবনে যদি গর্ব করার মতো কিছু থেকে থাকে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো মুক্তিযুদ্ধ। পৃথিবীর বুকে লাল সবুজের পতাকা এবং মানচিত্র যা সমগ্র বাঙালি জাতির অহংকার তা এসেছে এই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। যদিও প্রথমবারের মতো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আসা, কিন্তু হৃদয়ে সর্বদা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে বসবাস। এখানে এসে মনে হলো আমি যেন সেই ১৯৭১-এর উত্তাল মার্চ থেকে বিজয়ের ডিসেম্বরে ফিরে গেছি। মনে হলো ৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ডাকে আমিও রেসকোর্সে গেছি। হয়তো আরো অনেকবার এখানে আসতে পারবো এই প্রত্যাশা। বাংলাদেশ আরো এগিয়ে যাক।' এভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসাধনা সার্থক হয়ে ওঠে। আমাদের প্রত্যাশা পৃথিবী হয়ে উঠবে সুস্থ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দরজা সর্বদা খোলা থাকবে দর্শনার্থীদের জন্য।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার প্রক্রিয়া ও তার রায়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষে শোকের মাসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আয়োজনে 'বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার প্রক্রিয়া ও তার রায়' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো ৩১ আগস্ট ২০২১। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি সারওয়ার আলীর সঞ্চালনায় মূল আলোচক ছিলেন মাননীয় বিচারপতি ওবায়দুল হাসান, বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম এবং বিচারপতি কাশেফা হোসেন।

শুরুতেই বঙ্গবন্ধু হত্যার ইতিহাস ব্যাখ্যার মাধ্যমে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। মাননীয় বিচারপতি কাশেফা হোসেন আলোচনায় অংশ নিয়ে জানান যে, কেন জাতির পিতার হত্যার প্রায় পঁচিশ বছর পর এই বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলো। এই আলোচনার কেন্দ্রে ছিলো ১৯৭৫ সালের ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স এবং কীভাবে ১৯৭৯ সালে এই অর্ডিন্যান্স আইনি বৈধতা লাভ করে। তিনি এই আইনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একে একই সাথে অগণতান্ত্রিক ও অমানবিক আইন হিসেবে চিহ্নিত করেন। তারপর এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে ঐ সময়ে হাইকোর্টে কেন কোনো আবেদন হয়নি তার বর্ণনাও এই আলোচনায় আসে। ১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে প্রথমবারের মতো এই আইনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এর পরপরই শুরু হয় এই হত্যা মামলার বিচার প্রক্রিয়া। পরবর্তীতে তিনি জানান, এই বিচারকার্যে প্রক্রিয়াগত জটিলতার কথা। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই হত্যা মামলার বিচার আমাদের প্রথাগত ফৌজদারী কার্যবিধি আইন অনুসারে হওয়ায় এই জটিলতা বেশি হয়। কোনো বিশেষ আইন প্রয়োগে বিচারকার্য পরিচালনা হলে হয়তো জটিলতা আরো কম হতো। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী মামলা কীভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়কে আরো গ্রহণযোগ্য করে তোলে এই ব্যাখ্যাও এখানে দেওয়া হয়। পরিশেষে জেল হত্যা ও বঙ্গবন্ধু হত্যার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

মাননীয় বিচারপতি কাশেফা হোসেনের বক্তব্যের রেশ ধরেই মাননীয় বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম তাঁর বক্তব্য শুরু করেন ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্সের বৈধতা বিষয়ে সংসদের অবস্থান নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে। এই অর্ডিন্যান্সকে বৈধতা দিতে তৎকালীন সাংসদরা কীভাবে জেনারেল ক্লজেজ অ্যাক্ট ও বাংলাদেশের সংবিধানের অপব্যাখ্যা করেন তাঁর বক্তব্যে তা তুলে ধরে তিনি বলেন, মূলত জটিলতা এড়িয়ে চলাই ছিলো তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের অ্যামিকাস কিউরিগণের এই ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিলের পক্ষে মতামতের বিবরণও তিনি তুলে ধরেন। এবং ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিল আইনের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে যে আবেদন করা হয় তার বর্ণনাও বিচারপতি মহোদয় এখানে বর্ণনা করেন। এই হত্যাকাণ্ড যে একটি সামরিক বিদ্রোহ নয় তার একটি বিশদ আলোচনা হয় এরপরেই। এ মামলা থেকে রাজনীতিবিদ তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে হাইকোর্ট খালাস করেন। এ বিষয়টি নিয়ে নেতিবাচক আলোচনা হয় এ অনুষ্ঠানে।

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ও অনুদান গ্রহণ অনুষ্ঠান

১১ সেপ্টেম্বর ২০২১, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। আগারগাঁওয়ে স্থায়ী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় কর্তৃপক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, জনগণের সহায়তায়, জনগণের মালিকানায়, জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এই জাদুঘর। কারণ মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ, যেখানে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। কিশোর থেকে শুরু করে গৃহিনী পর্যন্ত সবাই যদি সমবেতভাবে অংশগ্রহণ না করতেন তাহলে সাধ্য কী ছিল মুক্তিবাহিনী বা মিত্রবাহিনীর পক্ষে দেশ স্বাধীন করা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর জনগণের প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার বড়ো দৃষ্টান্ত এদিনের এই স্মারক ও অনুদান গ্রহণ অনুষ্ঠান। ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলীর এমন সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ব্যতিক্রমী আয়োজনটি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য গ্রহণ করা হলো মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্মারক। এই স্মারকের মধ্যে রয়েছে 'বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'র সদস্য শাহরিয়ার কবির প্রদত্ত মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী চিত্রশিল্পীদের আঁকা সাতটি চিত্রকর্ম, একাত্তরের জুন মাসে আগরতলায় অবস্থানরত দুই কন্যার কাছে লেখা কবি বেগম সুফিয়া কামালের চিঠি, বাংলাদেশের বিদেশি বন্ধু মেরি ফ্রান্সিস ডানহামের সংরক্ষিত মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দলিলপত্র, শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. ফজলে রাব্বি সংগৃহিত রেকর্ড, শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. আজহারুল হকের ক্রয় করা প্রথম সিলিং ফ্যান ও ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত গোলাম মোহাম্মদ রচিত 'জামালপুরের গণ- ইতিবৃত্ত'।

এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রমাণ্যকরণ কমিটির সদস্য ও সুহৃদ প্রয়াত অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের রচিত ও তাঁর সংগ্রহে থাকা গ্রন্থের একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রদান করেন সহধর্মিনী সিদ্দিকা জামান।

শাহরিয়ার কবির বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের মত সমান ভূমিকা পালন করেছেন শিল্পীসমাজ প্রচারযোদ্ধা হিসেবে। কিন্তু ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে রণাঙ্গনের যোদ্ধারা যতটা গুরুত্ব পান, প্রচারযোদ্ধারা তা পান না, এটি দুঃখজনক। একারণে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যায় না। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক 'বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'র সদস্যদের ভাষ্য সংগ্রহ করার উদ্যেগকে সাধুবাদ জানান। শিল্পী বীরেন সোম মুক্তিযুদ্ধকালে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণকারী শিল্পীরা কীভাবে দেশের জন্য কাজ করেছেন সেই স্মৃতিচারণ করেন।

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

Embracing Religious Diversity
তারিক আলীর বহমান কর্মসাধনা

An image from the Liberation War Museum, a founding member of the Coalition in Bangladesh. The site is currently working with the Coalition's Global Initiative for Justice, Truth and Reconciliation to equip Rohingya refugees with the skills to document their experiences. Nearly 900,000 Rohingya - a Muslim ethnic minority with their own language and culture - have relocated to the country, fleeing persecution in the Rakhine state of Myanmar.

জিয়াউদ্দিন তারিক আলী, প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, আমাদের মধ্যে নেই, তবে তাঁর অবদান স্থায়ী রূপ পেয়েছে জাদুঘর ভবনে, আর কর্মধারা বহমান রয়েছে নানাভাবে। এর একটি পরিচয় এখানে তুলে ধরা হলো। তারিক আলী ছিলেন আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক মানুষ, সাম্প্রদায়িকতার বিষ যেন কারো মন কলুষিত না করে, বিশেষভাবে নবীন-নবীনাদের, এটা ছিল তাঁর একান্ত কামনা। সমাজে নানা ধর্মের মানুষ সম্প্রীতিতে বসবাস করবে, ধর্মীয় বৈচিত্র্য মান্য করে চলবে সবাই, এর মধ্যে মানবতার জয় তিনি দেখতে পেতেন। এই আকুতি নিয়ে তিনি সবসময়ে কাজ করেছেন, ছুটে গেছেন দেশের নানা প্রান্তে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইটস অব কনসাসের সদস্য। নিউইয়র্ক-ভিত্তিক এই নেটওয়ার্কের সদস্য রয়েছে বিশ্বের নানা দেশে। ২৭-২৯ জুলাই, ২০২১ কোয়ালিশন আয়োজন করেছিল 'এমব্রেসিং রিলিজিয়াস ডাইভারসিটি' বা 'ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে আলিঙ্গন' শীর্ষক আর্ন্তজাতিক ওয়েবিনার। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ বিভিন্ন মহাদেশের প্রতিনিধিরা তিন দিনব্যাপী এই ওয়েবিনারে যোগ দিয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় দ্বারা আগামী দিনের করণীয়ের ওপর আলোকপাত করে। এইরকম এক আন্তর্জাতিক আয়োজন তারিক আলীকে আনন্দিত করতো নিঃসন্দেহে। আজ তিনি নেই, তবে এটা আমাদের জন্য বিশেষ তাৎপর্যবহ মনে হয়েছে যে, কোয়ালিশনের পক্ষ থেকে ওয়েবিনারের বার্তা জানিয়ে যে পোস্টার ডিজাইন করা হয় সেখানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভ্রাম্যমাণ কর্মসূচিতে তারিক আলীর অংশগ্রহণের ছবি ব্যবহৃত হয়েছিল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তারিক আলী আবেগপ্রবণভাবে কথা বলছেন নবীন শিক্ষার্থীদের সাথে, ধর্মীয় বৈচিত্র্যের পরিচয় রয়েছে এখানে, আর তারিক আলী কি বলছেন সেটা বুঝি ছবি থেকেই অনুমান করা যায়। তিনি বলছেন তাঁর প্রাণের কথা, ধর্ম যেন বিভাজন তৈরি না করে, জয় হয় সম্প্রীতির ও ভালোবাসার।

আনাম জাকারিয়ার লেখায় জিয়াউদ্দিন তারিক আলী

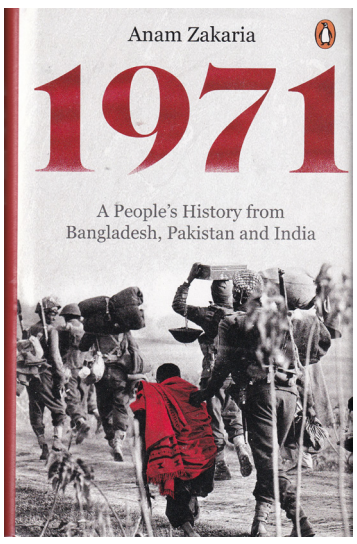

পাকিস্তানি লেখক গবেষক আনাম জাকারিয়ার ১৯৭১ : A People's History from Bangladesh, Pakistan and India গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারিক আলীর সাথে আলাপচারিতার বিবরণ রয়েছে। এর নির্বাচিত অংশ এখানে দেয়া হলো:

তারিকের সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ঢাকায়, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে, সেখানকার ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য সে। ... আমি হলরুমে প্রবেশ করলাম যেখানে তারিক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।...

ধুসর চুলের চশমা পরা হালকা-পাতলা গড়নের মানুষ তারিক। সবার প্রতি বন্ধুসুলভ-হাসিখুশি এই মানুষটির উষ্ণ আতিথেয়তা পেয়েছিলাম আমি আর হারুন। জাদুঘরে প্রাথমিক পরিচয়ের পরে তিনি আমাদের ঢাকা ক্লাবে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানালেন। আমাদের আলাপচারিতা শুরু হলো লাহোর নিয়ে, আমার জন্মস্থান ও বেড়ে ওঠার শহর। তিনি জানালেন এই শহরের সঙ্গে তাঁরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে, গ্রান্ড-ট্রাংক রোডস্থ (জিটি রোড) প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশুনা করেছেন, সাথে এমন তথ্যও জানিয়ে রাখলেন, তিনি স্বেচ্ছায় এই বিশ্ববিদ্যালয় বেছে নেননি, যদি সম্ভব হতো তিনি পূর্ব পাকিস্তানেই থাকতেন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি তাঁর যথেষ্ট বিরাগ ছিল এবং লাহোরে অবস্থানের সময়টা ছিল তাঁর জন্য কঠিন ও তিক্ততায় ভরা।

মুচকি হেসে বললেন, ' ১৯৬২ সালে আমি যখন লাহোর যাই তখন আমার মনে পাকিস্তানের প্রতি বিরূপতা তৈরি হয়ে গেছে। আমি হারমোনিয়াম বাজাতাম আর আমার বাবা আমাকে ঢাকাতে আর্টস পড়তে দিতে রাজি ছিলেন না। তিনি আমাকে জোর করে লাহোরে পড়তে পাঠালেন।' জানতে চেয়েছিলাম পাকিস্তানের প্রতি এই বৈরিতার কারণ কী? তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন তার হিন্দু বন্ধুদের প্রতি যে আচরণ করা হতো সেটি তাকে ক্ষুব্ধ করে, 'দেশভাগের পর থেকে আমার হিন্দু বন্ধুরা একে একে দেশ ছেড়ে চলে যেতে থাকে, ... আমার প্রচন্ড কষ্ট হয় ... তারা আমার খুব কাছের মানুষ ছিল।' দেশভাগের ফল হিসেবে আকস্মিকভাবে একসাথে বিশাল সংখ্যক মানুষের দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে, কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে এই অভিবাসন ছিল পর্যায়ক্রমিক, '১৯৬৪ সালে সর্বোচ্চ সংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠীর দেশত্যাগ আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম।' হযরত বাল মসজিদ থেকে নবীর স্মারক হারিয়ে যাবার পরবর্তী দাঙ্গার কথা তারিক স্মরণ করিয়ে দিল। এর আগেও হিন্দুদের জোর করে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল। এর পেছনের একটি কারণ হচ্ছে ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হওয়া পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কমিউনিস্ট দমন নীতি। কমিউনিস্টদের কেবল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবেই দেখা হতো না বরং তাদের দেখা হতো হিন্দু হিসেবে এবং মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। নাস্তিক কমিউনিস্ট ও বিধর্মী কাফিরদের সমগোত্রের মনে করে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। ফলশ্রুতিতে হিন্দুবিদ্বেষী সহিংসতায় অনেক হিন্দু পরিবার দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৫১ সালের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ হিন্দু ভারতের পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হয়। এর বিপরীত ক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার হয়। ১৯৫১ সালের শুরুতেই দেখা যায় ৭ লক্ষ মুসলিম পাকিস্তানে চলে এসেছে।

তারিক আমাদের জানায়, যে চার বছর সে লাহোরে লেখাপড়া করেছে, তার ঘরের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি টাঙানো ছিল। রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার উপর পাকিস্তান সরকারের নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরুদ্ধে এটাই ছিল তার প্রতিবাদ। সময়টা তার জন্য খুব সহজ ছিল না। 'জিটি রোডে ছাদের উপর দাঁড়িয়ে পূর্বদিকে তাকিয়ে থাকতাম আর ভাবতাম- পূর্বদিকে ১২০০ মাইল দূরে আমার জন্মভূমি। ... আমি ছিলাম একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানি, অনেকে মনে করতো আমি একজন হিন্দু, একজন মিসরি (Misri)" (নৃত্য-গীতের সাথে সম্পৃক্ত নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠী হিসেবে শব্দটি অসম্মানজনক অর্থে পাকিস্তানে ব্যবহার করা হতো। যদিও পাঞ্জাবের সংস্কৃতিতে গানবাজনার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল, কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশের লোকজন শিল্পকলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন না। বাংলায় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই গানবাজনা অন্তর্ভুক্ত ছিল, সমাজের সকল স্তরের মানুষের এতে অংশগ্রহণ ছিল।)

হেসে দিয়ে তারিক বললো, 'আমি তো জানতাম না মিসরি বলতে কী বোঝায়, তাই কোন রকম প্রতিবাদ করতাম না। আমি চার বছর সেখানে থেকে শিক্ষাজীবন শেষ করলাম। শামীম আহমেদ খিদওয়াই নামের এক সহপাঠীর কিছু সহানুভূতি ছিল আমার প্রতি, অন্যরা কেবলই বলতো,'এই বাঙালিরা তো এমনই হয়'।'

কথাগুলো শুনে খুব একটা অবাক হলাম না। গবেষণা করতে গিয়ে অনেক পাকিস্তানিকেই দেখেছি বাঙালিদের ক্ষুদ্রাকৃতি, দুর্বল, নিস্তেজ হিসেবে বর্ণনা করতে। এ কারণেই পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর তারা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। বাঙালিরা যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে পারে, এটা তাদের কল্পনার বাইরে ছিল। অসামরিক জাতি হিসেবে বাঙালিদের যে শ্রেণিকরণ ঔপনিবেশিক শাসনামলে হয়েছিল তা দেশভাগের পরও বিরাজমান

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

স্মরণ

জিয়াউদ্দিন তারিক আলী
(১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫-৭ সেপ্টেম্বর ২০২০)

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি, মুক্তিযোদ্ধা, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জিয়াউদ্দিন তারিক আলী। তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ও সকল কার্যক্রমের অনুপ্রেরণার উৎস দেশ মাতৃকার সেবা। সেই টানে যোগ দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে, হয়েছেন 'মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'র অকুতোভয় সৈনিক। পরবর্তীতে ৭জন সমমনা সহযাত্রীর সাথে যুক্ত হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার কাজে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান ছিল তাঁর সাধনার স্থান। কুসংস্কার মুক্ত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী অসাম্প্রদায়িক প্রজন্ম গড়ার ব্রত নিয়ে ছুটে গেছেন দেশের নানা প্রান্তে শিক্ষার্থীদের কাছে। ২০১১ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আগারগাঁওস্থ স্থায়ী ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হলে তিনি তাঁর সমস্ত শ্রম ও মেধা দিয়ে নিয়মিত তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সার্থক করে তোলেন এর নির্মাণ।

গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সংগ্রহশালায় নতুন স্মারক

মুক্তিযুদ্ধকালীন চিত্রকর্ম

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ-সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি কর্তৃক কলকাতায় ১-১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ আয়োজিত হয় Exhibition of Paintings & Drawings by Artists of Bangladesh প্রদর্শনী। পরবর্তীতে দিল্লীতেও প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়। এই দুটি প্রদর্শনীতে যে চিত্রকর্মগুলো প্রদর্শিত হয়েছিল সেগুলোর মধ্য থেকে সাতটি চিত্রকর্ম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রদান করেন মুক্তিযোদ্ধা, লেখক ও সংস্কৃতিকর্মী শাহরিয়ার কবির।

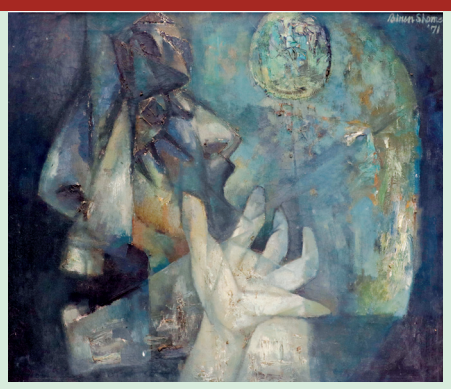

শিল্পী: বীরেন সোম

শিল্পী: মুস্তাফা মনোয়ার

শিল্পী: নিতুন কুন্ডু

শিল্পী: প্রাণেশ মন্ডল

শিল্পী: আবুল বারক আলভী

শিল্পী: রণজিত কুমার নিয়োগী

মুক্তিযুদ্ধকালীন দুই কন্যার উদ্দেশে কবি বেগম সুফিয়া কামালের নিজ হাতে লেখা চিঠি প্রদান করেন কন্যা সুলতানা কামাল

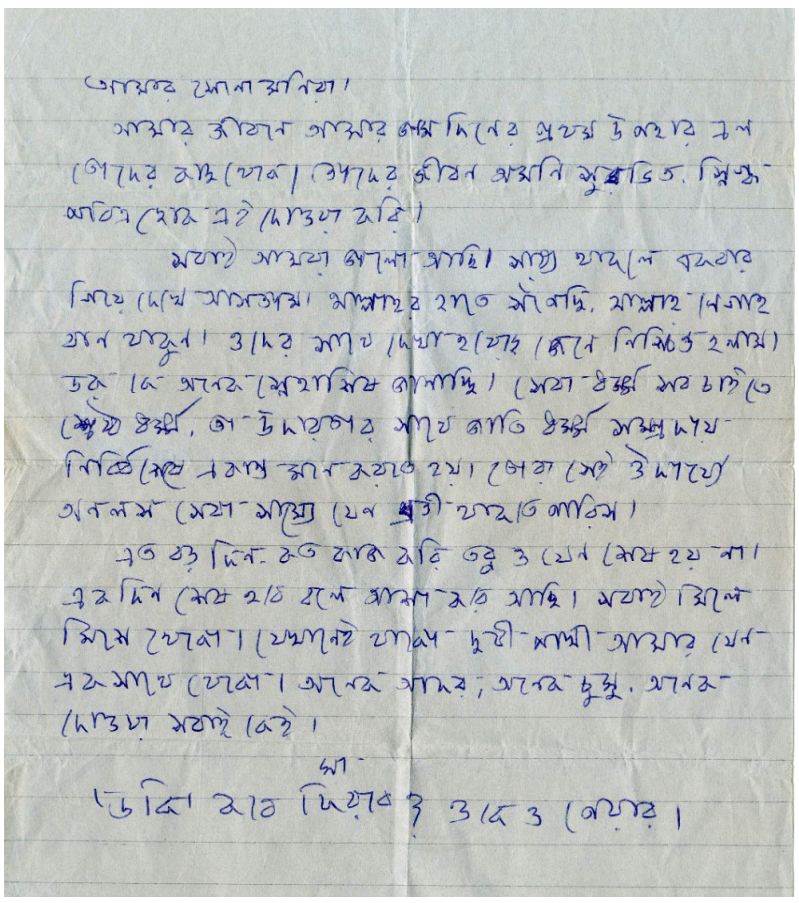

কবি বেগম সুফিয়া কামালের লেখা চিঠি

শিল্পী: দেবদাস চক্রবর্তী

মুক্তিযুদ্ধকালীন দলিলপত্র

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রমের দলিলপত্র ড্যানিয়েল সি. ডানহ্যামের স্ত্রী মেরি ফ্রানসিস ডানহাম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রদান করেছেন। এই সংগ্রহে রয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে পরিচালিত ধ্বংসযজ্ঞের রিপোর্ট করতে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস থেকে প্রেরিত চিঠি, সেপ্টেম্বর/অক্টোবর ১৯৭৪ দি এশিয়া সোসাইটি কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর ভাষণসহ প্রকাশিত বুলেটিন এবং ১৯৭১ সালে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের সভায় পূর্ব পাকিস্তান বিষয়ক আলোচনার অডিও রেকর্ডসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. ফজলে রাব্বীর স্মৃতিস্মারক

ডা. ফজলে রাব্বীর সংরক্ষিত রেকর্ড মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রদান করেন কন্যা অধ্যাপক নাসরীন সুলতানা।

শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. আজহারুল হকের স্মৃতিস্মারক

হাতিরপুলের 'হাকিম হাউসে' থাকাকালীন জুলাই ১৯৭১ প্রচন্ড গরমের প্রকোপে শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. আজহারুল হক পরিবারে চরম অর্থাভাব থাকায় অন্যের ব্যবহৃত এই ফ্যানটি কম টাকায় কিনে আনেন। ১৫ নভেম্বর হাকিম হাউস থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। পরদিন নটরডেম কলেজের কাছে একটি কালভার্টের নিচে তাঁর লাশ পাওয়া যায়। স্ত্রী ও অনাগত একমাত্র পুত্রের জন্য ভালোবাসার এই নিদর্শন জাদুঘরে প্রদান করেন সহধর্মিনী সৈয়দা সালমা হক।

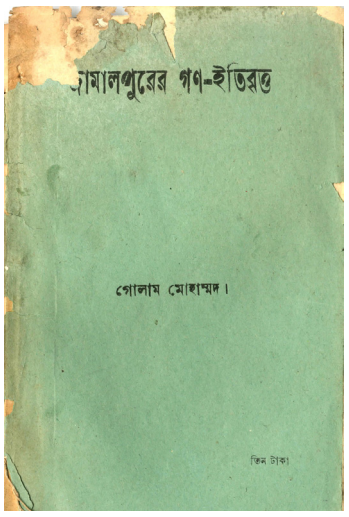

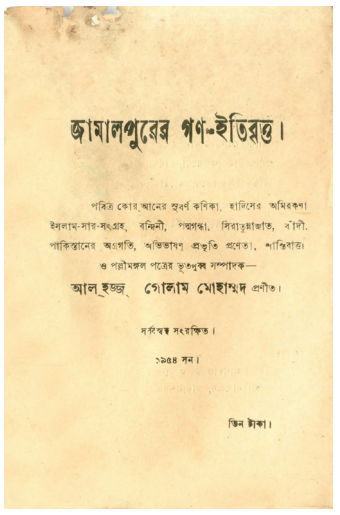

জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত

জামালপুর জেলায় ঔপনিবেশিক শাসন, বিভিন্ন আন্দোলন, জেলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় গোলাম মোহাম্মদ-এর লেখা জামালপুরের গণ-ইতিবৃত্ত গ্রন্থ। বইটি জাদুঘরে প্রদান করেছেন মাহবুব বারী।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাজে আমার কিছু টুকরো স্মৃতি

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে ২০১১ সালের ১৭ অক্টোবর। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী নিয়ে হাজির হয় আমার কর্মস্থল তালবাড়ীয়া ডিগ্রি কলেজ, যশোরে। কর্মসূচিতে আমার ব্যক্তিগত একটি লাভ হয়। তালবাড়ীয়া গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের চিন্তাভাবনা কিছুটা পশ্চাৎপদ, কিছুটা কুসংস্কারাচ্ছন্নও বটে, এহেন প্রেক্ষাপটে জাদুঘরের কর্মসূচিটি কলেজের বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বেশ ইতিবাচক একটা ধাক্কা দিয়ে গেল। যা কলেজে আমার মত যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা মুক্তবুদ্ধির চর্চায় নিবেদিত ছিলেন তাদের কাজকে অনেকটাই এগিয়ে দেয়। মনে পড়ে রনজিত কুমার ও রঞ্জন কুমার সিংহের কথা। তাদের আচরণে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার যে পরিচয় পেলাম তা শুধু চাকরি করে অর্জন করা সম্ভব নয়, হতে হয় আদর্শের জন্য নিবেদিত-প্রাণ কর্মী। অনুষ্ঠান শেষে কলেজের অধ্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে আমার নামটি নেটওয়ার্ক শিক্ষক হিসেবে জুড়ে দিলেন। সেই থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যে কোনো কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছি ব্যক্তিগত দায় থেকে। ২০১১ সালের ৩০ অক্টোবর যশোর ইনস্টিটিউটে মত বিনিময় সভা হল। সেখানে যোগ দিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারিক আলী ও মহাব্যবস্থাপক এ কে এম মাহবুবুল আলম। তাদের আলোচনায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মসূচি ও আগারগাঁও-এ নিজস্ব ভবন নির্মাণ পরিকল্পনার একটি রূপরেখা পাওয়া গেল। যশোরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

২০১২ সালের মে মাসে মহাব্যবস্থাপক স্বাক্ষরিত একটি চিঠি পেলাম। ১১ মে ঢাকায় চতুর্দশ নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হবে। ১০ মে সকালে যশোর থেকে বাসে রওনা দিয়ে বিকেল নাগাদ ঢাকা পৌঁছলাম। তোপখানা রোডে হোটেল কর্ণফুলিতে আমাকে স্বাগত জানালেন রঞ্জন কুমার সিংহ। এই রঞ্জন দা সম্পর্কে একটু না বললেই নয়। যশোর থেকে শুরু করে ঢাকায় পৌঁছানো পর্যন্ত অন্তত তিনবার ফোন করেছেন তিনি। কতদূর এলাম, কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না? ঠিক যেন ঘরের ছেলে প্রথমবার বাইরে বেরুলে অভিভাবকের যেমন উৎকণ্ঠা হয়, সেই রকম। রঞ্জন দার ব্যবহারে এমন কিছু ছিল যাতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে আমার সকল দাপ্তরিকতা ঘুচে গিয়ে এক মানবিক মেলবন্ধন রচিত হল। হোটেল গম গম করছে সম্মিলনীতে আগত লোকজনের আলাপচারিতায়। অনেকের সাথে পরিচয় হল।

১১ মে সকাল ১০ টায় সম্মেলন কক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হল। জাদুঘরের মহাব্যবস্থাপক এ কে এম মাহবুবুল আলমের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখলেন ট্রাস্টি মফিদুল হক। পরিচয় পর্বে লক্ষ্য করলাম ৫/৬ জন অংশ গ্রহনকারী দিল্লী পদযাত্রী বলে নিজেদের পরিচয় দিলেন। ব্যাপারটা তখন বুঝিনি। পরে আলোচকদের কথায় পরিষ্কার হল ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশে ৩৮ জনের একটি দল দিল্লী অভিমুখে একটি পদযাত্রা করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল দিল্লীস্থ বিদেশি দূতাবাসগুলোতে গিয়ে স্মারকলিপি দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পাক-মার্কিন অপপ্রচারের বিপরীতে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা। যদিও এই দলটি লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত যাবার পর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হলে তারা দেশে ফিরে আসেন। সন্ধ্যায় হোটেলে এসে বাড়ি ফেরার জন্য গোছ গাছ করছি। এমন সময় হৈ হৈ করে ছুটে এলেন দিল্লী পদযাত্রী দল। চা আর আড্ডা চলতে লাগল। এর মধ্যে আমার ব্যাগ লুকিয়ে ফেলে তাঁরা জানালেন, ‘আজ আপনার যাওয়া হবে না। আজ সারারাত আপনাকে আমাদের গল্প শুনতে হবে’। সে দাবি না মেনে উপায় ছিল না। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর আড্ডা আরও জমে উঠল। ৭১ এ তাঁদের পদযাত্রার বর্ণনা করতে করতে সবাই খুব নস্টালজিক হয়ে উঠলেন। এই পদযাত্রার কথা অনেকটা অনালোচিতই রয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দিল্লী পদযাত্রার এই মহতি উদ্যোগকে প্রথমবারের মত জনসমক্ষে উন্মোচন করেছে।

২০১৫ সালের মে মাসের শেষের দিকে ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারিক আলী স্বাক্ষরিত চিঠিতে আবার ডাক পেলাম। এবারের গন্তব্য খুলনা। ৫ জুন বিভাগীয় নেটওয়ার্ক শিক্ষক ও আঞ্চলিক শিক্ষার্থী সম্মিলন শুরু হল রূপসা ঘাট সংলগ্ন সি এস এস আভা সেন্টারে। শিক্ষকদের বক্তব্য এবং কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার ভাষ্য পাঠ করে শোনানো হয়। বেশ প্রাণবন্ত একটি দিন কাটালাম।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সর্বশেষ যে কাজের সাথে যুক্ত হই সেটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী বঙ্গবন্ধুর পদচারণার তথ্য সংগ্রহ। সময়টা ২০২০ সালের অক্টোবর মাস। আমি পনেরো বিশ দিন খেটে তিনজন ব্যক্তির স্মৃতিচারণ ভিত্তিক সাক্ষাৎকার প্রস্তুত করি। যার একটির শিরোনাম ছিল ‘বঙ্গবন্ধুর পোর্ট্রেট’। এটি ছিল বীর মুক্তিযোদ্ধা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের যশোর জেলা শাখার প্রচার সম্পাদক(১৯৬৯-১৯৭১) এবং বর্তমানে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের যশোর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অশোক কুমার রায়ের স্মৃতিচারণ। ১৯৬৯ সালের ৩০ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর যশোরে আগমন উপলক্ষ্যে তিনি বঙ্গবন্ধুর একটি পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন। পোর্ট্রেটটি পেয়ে বঙ্গবন্ধু তাকে ৫০ টাকার একটি নোট উপহার দিয়েছিলেন। সেই আবেগময় ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিলেন তিনি।

এভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমার মত অসংখ্য মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত রেখেছে। স্মৃতি সংরক্ষণের পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানটি যে বিশাল তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে তাতে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায় যে ভবিষ্যতে আর কোন অপশক্তি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারবে না।

মো: রুহুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
তালবাড়ীয়া ডিগ্রি কলেজ, যশোর

সেপ্টেম্বর ১৯৭১ উপদেষ্টা পরিষদ গঠন

NEW AGE

CENTRAL ORGAN OF THE COMMUNIST PARTY OF INDIA

VOL. XIX No. 37 NEW DELHI September 12, 1971 Price : 30 Paise

CPM'S REAL FACE EXPOSED
Page Three

CPI APPEAL TO YOUTH AND STUDENTS
Back Page

Bangla Desh Struggle

Cabinet Consultative Committee Formed

MUJIBNAGAR: After a prolonged meeting of the leading parties of Bangla Desh the formation of an eight-man Cabinet Consultative Committee for Bangla Desh Liberation Struggle has been announced here on Wednesday night. This is considered an important step towards the formation of a united national liberation front in Bangla Desh.

All the five major parties of Bangla Desh are represented in the committee which will have eight members.

The members of the committee are:

Awami League: Tajuddin Ahmed (convenor), Khondakar Mushtaq Ahmed and two more to be nominated later.

National Awami Party: Professor Muzaffar Ahmed.

National Awami Party: Maulana Bhasani.

Communist Party of Bangla Desh: Moni Singh.

East Pakistan National Congress: Monoranjan Dhar.

The meeting demanded the immediate release of Mujibur Rahman and very categorically declared that **any political settlement which fell short of complete independence would be rejected by the people and government of Bangla Desh.**

The meeting appealed to the world powers for early recognition of Bangla Desh and expressed gratitude to the people and government of India for the fraternal help rendered.

The meeting also expressed solidarity with the people of West Pakistan struggling for their just demands and appealed to them to support the struggle in Bangla Desh.

It may be recalled here that the CP of Bangla Desh and the NAP led by Professor Ahmed had been calling for a united front of the fighting forces since March last.

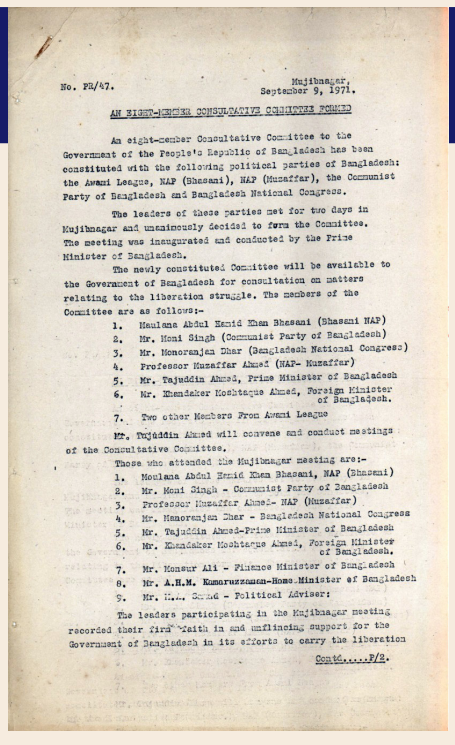

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক নিউ এইজ পত্রিকায় প্রকাশিত ৮ সদস্যের মন্ত্রিপরিষদ উপদেষ্টা কমিটি গঠন সংক্রান্ত সংবাদ

দাতা : প্রভাত দাশগুপ্ত ও বাণী দাশগুপ্ত

No. PR/47.

Mujibnagar,
September 9, 1971.

AN EIGHT-MEMBER CONSULTATIVE COMMITTEE FORMED

An eight-member Consultative Committee to the Government of the People's Republic of Bangladesh has been constituted with the following political parties of Bangladesh: the Awami League, NAP (Bhasani), NAP (Muzaffar), the Communist Party of Bangladesh and Bangladesh National Congress.

The leaders of these parties met for two days in Mujibnagar and unanimously decided to form the Committee. The meeting was inaugurated and conducted by the Prime Minister of Bangladesh.

The newly constituted Committee will be available to the Government of Bangladesh for consultation on matters relating to the liberation struggle. The members of the Committee are as follows:-

1. Maulana Abdul Hamid Khan Bhasani (Bhasani NAP)
2. Mr. Moni Singh (Communist Party of Bangladesh)
3. Mr. Monoranjan Dhar (Bangladesh National Congress)
4. Professor Muzaffar Ahmed (NAP- Muzaffar)
5. Mr. Tajuddin Ahmed, Prime Minister of Bangladesh
6. Mr. Khandaker Moshtaque Ahmed, Foreign Minister of Bangladesh.
7. Two other Members From Awami League

Mr. Tajuddin Ahmed will convene and conduct meetings of the Consultative Committee.

Those who attended the Mujibnagar meeting are:-

1. Moulana Abdul Hamid Khan Bhasani, NAP (Bhasani)
2. Mr. Moni Singh - Communist Party of Bangladesh
3. Professor Muzaffar Ahmed- NAP (Muzaffar)
4. Mr. Manoranjan Dhar - Bangladesh National Congress
5. Mr. Tajuddin Ahmed-Prime Minister of Bangladesh
6. Mr. Khandaker Moshtaque Ahmed, Foreign Minister of Bangladesh.
7. Mr. Monsur Ali - Finance Minister of Bangladesh
8. Mr. A.H.M. Kamaruzzaman-Home Minister of Bangladesh
9. Mr. [illegible] - Political Adviser:

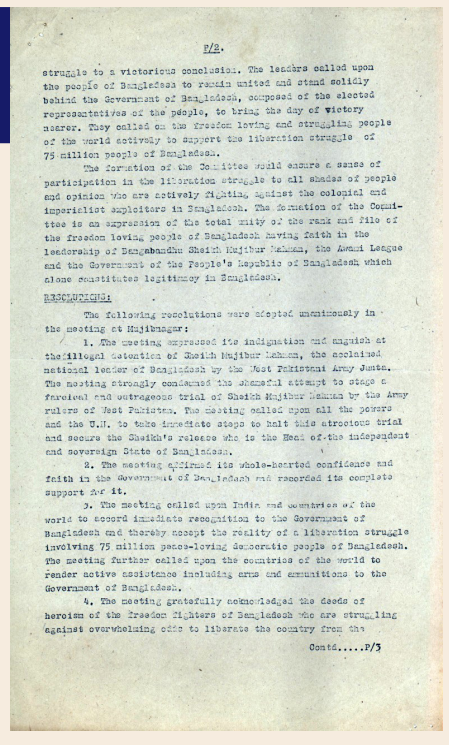

The leaders participating in the Mujibnagar meeting recorded their firm faith in and unflincing support for the Government of Bangladesh in its efforts to carry the liberation

Contd.....P/2.

P/2.

struggle to a victorious conclusion. The leaders called upon the people of Bangladesh to remain united and stand solidly behind the Government of Bangladesh, composed of the elected representatives of the people, to bring the day of victory nearer. They called on the freedom loving and struggling people of the world actively to support the liberation struggle of 75 million people of Bangladesh.

The formation of the Committee would ensure a sense of participation in the liberation struggle to all shades of people and opinion who are actively fighting against the colonial and imperialist exploiters in Bangladesh. The formation of the Committee is an expression of the total unity of the rank and file of the freedom loving people of Bangladesh having faith in the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League and the Government of the People's Republic of Bangladesh which alone constitutes legitimacy in Bangladesh.

RESOLUTIONS:

The following resolutions were adopted unanimously in the meeting at Mujibnagar:

1. The meeting expressed its indignation and anguish at the illegal detention of Sheikh Mujibur Rahman, the acclaimed national leader of Bangladesh by the West Pakistani Army Junta. The meeting strongly condemned the shameful attempt to stage a farcical and outrageous trial of Sheikh Mujibur Rahman by the Army rulers of West Pakistan. The meeting called upon all the powers and the U.N. to take immediate steps to halt this atrocious trial and secure the Sheikh's release who is the Head of the independent and sovereign State of Bangladesh.

2. The meeting affirmed its whole-hearted confidence and faith in the Government of Bangladesh and recorded its complete support for it.

3. The meeting called upon India and countries of the world to accord immediate recognition to the Government of Bangladesh and thereby accept the reality of a liberation struggle involving 75 million peace-loving democratic people of Bangladesh. The meeting further called upon the countries of the world to render active assistance including arms and ammunitions to the Government of Bangladesh.

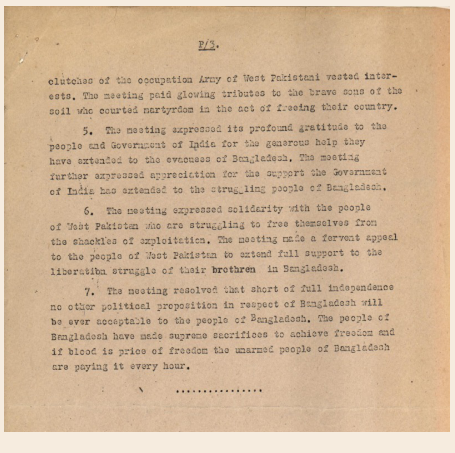

4. The meeting gratefully acknowledged the deeds of heroism of the freedom fighters of Bangladesh who are struggling against overwhelming odds to liberate the country from the

Contd.....P/3

P/3.

clutches of the occupation Army of West Pakistani vested interests. The meeting paid glowing tributes to the brave sons of the soil who courted martyrdom in the act of freeing their country.

5. The meeting expressed its profound gratitude to the people and Government of India for the generous help they have extended to the evacuees of Bangladesh. The meeting further expressed appreciation for the support the Government of India has extended to the struggling people of Bangladesh.

6. The meeting expressed solidarity with the people of West Pakistan who are struggling to free themselves from the shackles of exploitation. The meeting made a fervent appeal to the people of West Pakistan to extend full support to the liberation struggle of their brethren in Bangladesh.

7. The meeting resolved that short of full independence no other political proposition in respect of Bangladesh will be ever acceptable to the people of Bangladesh. The people of Bangladesh have made supreme sacrifices to achieve freedom and if blood is price of freedom the unarmed people of Bangladesh are paying it every hour.

....

অস্থায়ী সরকার কর্তৃক গঠিত উপদেষ্টা কমিটি গঠনের দলিল

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা

সবার জানার জন্য এক অনন্য উদ্যোগ

গত ২৪ অগস্টে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইট্সের এক অনলাইন সভায় উন্মোচিত হয় বিশেষ একটি মোবাইল অ্যাপ ও অ্যানিমেশন। উক্ত সভায় বক্তব্য প্রদান করেন বরেণ্য লেখক, প্রকাশক, প্রাবন্ধিক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস-এর মুখপাত্র গালুহ ওয়ান্দিতা এবং সভা সঞ্চালনা করেন পিয়া কনরাডসেন।

আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার ঐতিহাসিক দলিল এবং এর চলমান তাৎপর্য। এটি দুটি বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা দেখার পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর গৃহীত হয়েছিল। সর্বজনীন এ ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষা করা। এই ঘোষণার মাধ্যমে সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে এমনটি নয় কিন্তু এটি মানুষের অধিকার রক্ষা ও ন্যায় বিচার অটুট রাখার একটি প্রয়াস। এর মাধ্যমে মানুষ জন্মগতভাবে যে সব অধিকার নিয়ে জন্মায় তা সম্পর্কে সচেতন হবে এবং এগুলো সকলেরই মেনে চলা উচিত তা স্পস্টভাবে উচ্চারিত হবে। সরকার ও বিশ্বের সবার কাছে পৌঁছে যাবে মানবাধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্বের বার্তা। বর্তমান প্রেক্ষাপট আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায় রোহিঙ্গা শরণার্থী সম্পর্কিত আলোচনা। অনুষ্ঠানে উন্মোচিত হয় একটি মোবাইল অ্যাপ যার মাধ্যমে উৎসাহীরা মানবাধিকার সম্পর্কিত লেখা পড়তে পারবে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে। উক্ত অ্যাপটি খুব শীঘ্রই বাংলাতে পাওয়া যাবে। এছাড়াও একটি অ্যানিমেশন ভিডিও প্রথমবারের মতো প্রদর্শন করা হয় যা মানব মুক্তির বার্তা ও ন্যায় বিচার রক্ষার অঙ্গীকার সকলের কাছে পৌঁছে দিবে। এটি বার্মিজ, বাংলা এবং ইংরেজিতে প্রচার করা হয়েছে। অ্যানিমেশনটির মূল প্রেরণা এসেছে রোহিঙ্গাদের বাস্তুচ্যুত অবস্থা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অবলোকন করে। এটি মানবাধিকার রক্ষা ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে।

মো: আরিফ জাওয়াদ ফাহিম
সেচ্ছাসেবক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

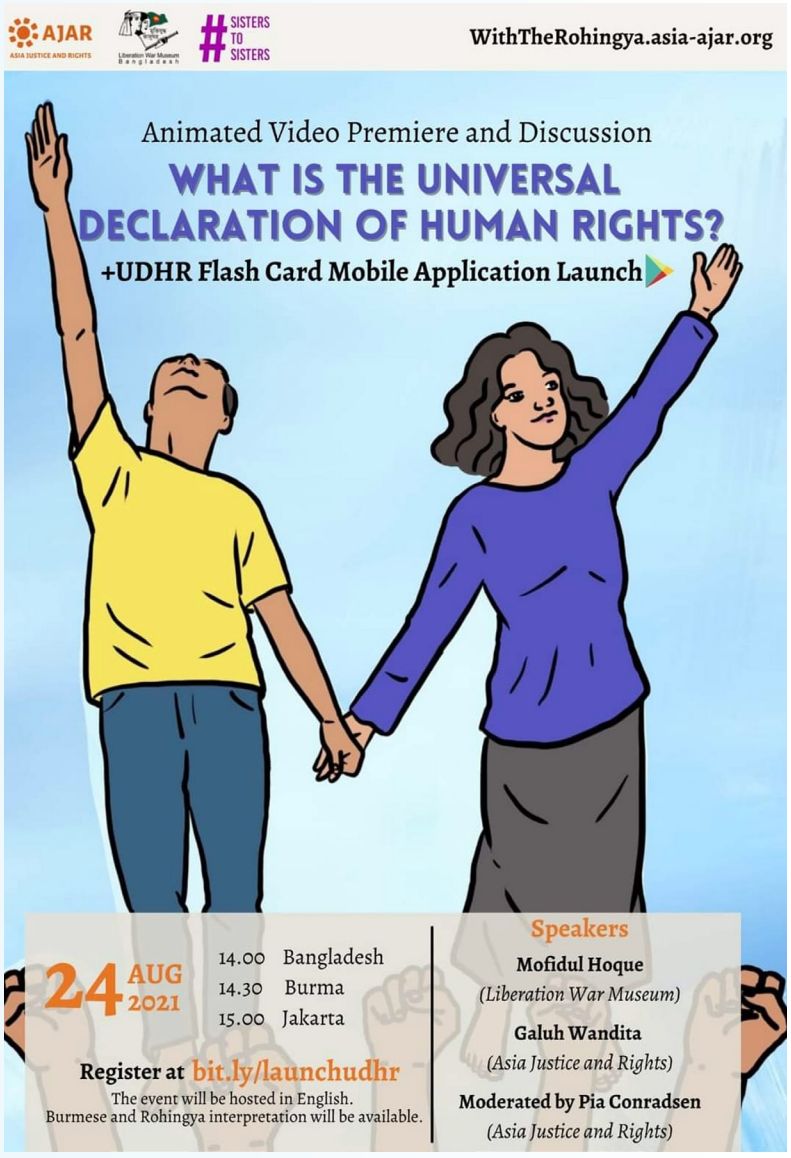

আনাম জাকারিয়ার লেখায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছিল। Garry Bass তাঁর The Blood Telegram বইতে বলেছেন, 'অনেক পশ্চিম পাকিস্তানি বাঙালিদের এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বাঙালিকেও এই বলে হেয় করত যে, তারা দুর্বল এবং হিন্দুদের সাথে বেশি মেলামেশা করে, ফলে তারা নিজস্বতা হারিয়েছে। এমনকি ইয়াহিয়ার একজন মন্ত্রির ভাষ্যেও পাওয়া যায় যে, সামরিক জান্তা অসামরিক বাঙালিদের হেয় চোখে দেখতো, কারণ বাঙালি মুসলমানরা নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হওয়া।' এই বিভাজনটি ঔপনিবেশিক শাসকদের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োগ নীতির ক্ষেত্রে যে 'সামরিক গোষ্ঠী' তত্ত্ব কাঠামো ছিল তার ওপর ভিত্তি করে করা। এই তত্ত্বকাঠামোর বক্তব্য 'শারীরিক পরাক্রম ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে উপমহাদেশের কেবল নির্ধারিত কিছু গোষ্ঠি অস্ত্র ধারণে সক্ষম হবে।... উপমহাদেশের যোদ্ধা জাতি হলো- শিখ, গুরখা, ডোগরা, রাজপুত ও পাঠানরা।' বাঙালিরা এর আওতায় আসেনি, ফলে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল খুব সামান্য। ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত হবার পর পাকিস্তানও এই নীতি পরিবর্তনের চেষ্টা করেনি। সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব স্বল্প সংখ্যকই থাকলো এবং ঔপনিবেশিক মন-মানসিকতাই বজায় ছিল। যখন ১৯৬৬ সালে তারিক পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এলো তখন শেখ মুজিব ছয় দফা ঘোষণা করেছেন। তারিক নিজেকে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করলেন এই আন্দোলনে। 'রাজনৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে আমি যে ঘরানারই হই না কেন, পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির একমাত্র পথ দেখিয়েছিল ছয় দফা। একজন বামপন্থী মতাদর্শের সমর্থক ও সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে আমি এই আন্দোলনে যুক্ত হলাম। একটি শিল্পীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেতাম, ছাত্রদের সঙ্গে অসাম্প্রদায়িকতার তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করতাম (যে অসাম্প্রদায়িক বাংলার স্বপ্ন আমরা দেখতাম...)' ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের মধ্যে থেকে অসাম্প্রদায়িক, স্বাধীন বাংলা গড়ার এই লড়াই সহজ ছিল না। তারিকের ক্ষেত্রে নিজ বাবার সাথে আদর্শগতভাবে দ্বন্দ্ব থাকার ফলে এই লড়াই তাকে বাড়ির ভেতরেও করতে হয়েছে। 'আমার বাবা এসেছিলেন আলীগড় থেকে, তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ সমর্থক,' তারিক ব্যাখ্যা করলো, 'তিনি সেই মতাদর্শের ছিলেন যারা মনে করতেন অন্য যে কোন কিছুর চাইতে তাদের ধর্মীয় পরিচয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৪ সালে হিন্দুদের দেশত্যাগকে তারা ভিন্নভাবে দেখতেন।'

'পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থায় আমাদের শিক্ষা দেওয়া হতো অভিভাবকদের মেনে চলতে। তাই আমি বাবাকে সরাসরি কিছু বলতে পারতাম না, এদিকে নিজের কাজ থেকেও বিরত থাকতাম না, এতে বাবা খুব ক্ষিপ্ত হতেন। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আমি তার তিরস্কার শুনেছি। যখন ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলো না, তখনই তার মনোভাবে পরিবর্তন এলো। তিনি বলতে লাগলেন, সরকার এটা কীভাবে করতে পারে? এরপরই তিনি তাঁর পাকিস্তান বিদ্বেষী ছেলের প্রতি নমনীয় হলেন। এর আগ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল।...'

তারিকের বাবা ছিলেন একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি ১৯৪৯ সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৎস সম্পদ বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যান এবং সেখানে অবস্থানকালেই দেশভাগ হলে তিনি পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন ভারতীয় হিসেবে, ফিরলেন পাকিস্তানি হয়ে। বাংলায় তার প্রজন্মের অনেকের মতই তিনিও মনেপ্রাণে মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তারিক আমাদের বলেছিল যে, সরকারি চাকুরিতে বাঙালিদের সঙ্গে যে বৈষম্য করা হতো, তার বাবার ক্ষেত্রেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার প্রক্রিয়া

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার প্রক্রিয়া বিষয়ে বিচারক এম ইনায়েতুর রহিমের এমন সূক্ষ্ম আলোচনার পরপরই বক্তব্য রাখেন মাননীয় বিচারপতি ওবায়দুল হাসান। প্রথমেই তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এমন গঠনমূলক আলোচনাসভার আয়োজনের প্রশংসা ব্যক্ত করার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। আলোচনার শুরুতে তিনি হত্যার মোটিভ সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। এটি যে শুধুই একটি হত্যাকাণ্ড নয়, একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের প্রতিক্রিয়ায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার ফল - এ বিষয়টিই তুলে ধরা হয় এ বক্তব্যে। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, কীভাবে ১৯৫২ সাল থেকে একটা গোষ্ঠী গড়ে ওঠে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী মনোভাব নিয়ে। এরাই পরবর্তীতে কীভাবে বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। তিনি নিম্ন আদালত থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত সকল ধাপে এই বিচারের রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। প্রতিজন আসামির শাস্তির পরিমাণ ও তার কারণের ব্যাখাও এখানে করা হয়। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের এই বিচারকার্য পরিচালনায় যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তিনি তা বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারটিও উঠে আসে। তাঁর মতে রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, সামরিক অবস্থান সবকিছু সমানভাবে দায়ী এই নিষ্ঠুর ও জঘন্য অপরাধের জন্যে। সবশেষে ভবিষ্যতে এমন কালো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী এ অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার প্রক্রিয়া ও এর রায়ের এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তরুণ প্রজন্মকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আরো নিবিড়ভাবে জানতে ও ভালোবাসাতে উদ্বুদ্ধ করবে।

মোশাররাত মেহ্বুবা আলম আবৃত্তি

স্মারক ও অনুদান গ্রহণ অনুষ্ঠান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একাত্তরের মায়েরা ছেলেদের মুক্তিযুদ্ধে যেতে যেমন উৎসাহ জুগিয়েছেন, তেমনি কোন কোন মা তাঁদের কন্যাদের মুক্তিযুদ্ধে কর্তব্য পালনের জন্য পাঠিয়েছেন। মানবাধিকারকর্মী সুলতানা কামাল শোনালেন কেমন করে তার মা কবি বেগম সুফিয়া কামালকে কেন্দ্র করে একাত্তরে তাদের বাসস্থান মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। দুই মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন আগরতলায়, সেখানে দুই মেয়ের কাছে যে চিঠিটি তিনি পাঠিয়েছিলেন সেটি মুক্তিযুদ্ধের এক অমূল্য স্মারক হয়ে আছে। চিঠিটি কেবল স্নেহময়ী একজন মায়ের সন্তানের কুশল কামনায় সমাপ্ত হয়নি। ছোট্ট চিঠিটিতে কবির বিচক্ষণতা, দূরদর্শীতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শক্তি হচ্ছে এর শুভানুধ্যায়ীরা, যারা দেশ ও দেশের বাইরে থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে সমৃদ্ধ করছেন নানাভাবে। ট্রাস্টি মফিদুল হক তুলে ধরেন পল কনেট-এলেন কনেট দম্পতি, প্রয়াত কূটনিতিক এস এ জালাল, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, মেরি ফ্রান্সিস ডানহাম, আব্দুল মতিনের মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রদান করার কথা। তিনি বলেন এই দলিলপত্র কেবল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে সমৃদ্ধই করেনি বরং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণার নানান দিক উন্মোচন করছে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মীর আক্তার হোসেন লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মীর নাসির হোসেন ষাট লক্ষ টাকা প্রদান করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পৃষ্ঠপোষক সদস্যপদ গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রয়াত ট্রাস্টি আলী যাকেরের কন্যা শ্রিয়া সর্বজয়া ও পুত্র ইরেশ যাকের দশ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে জাদুঘরের আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করেন। একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক অজয় দাশগুপ্তের কন্যা শাওলি দাশগুপ্ত তার পিতার একুশে পদক থেকে প্রাপ্ত অর্থের (আংশিক) এক লক্ষ টাকা এবং ড. সায়মা আলী অদিতি দুই লক্ষ টাকা জাদুঘরের স্থায়ী তহবিলে প্রদান করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মাজিদ চৌধুরী তাঁর মুক্তিযোদ্ধা ভাতা জাদুঘরকে প্রদানের ঘোষণা দেন।

ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ও স্মারকের বিশাল সংগ্রহশালায় পরিণত হচ্ছে। তবে এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থায়ী তহবিল গড়ে তোলা প্রয়োজন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন আগামীদিনেও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পথচলায় সুহৃদরা পাশে থাকবে।

তারিক ভাই, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জাগর পুরুষ...

শুরু হল 'মুক্তিরগান'। শিশুরা খুব মনযোগ নিয়েই দেখল। আলাপ শুরু হল- কেমন লাগল, কি মনে হল 'মুক্তিরগান' দেখে, কেউ কিছু বলবে কি না। শিশু বন্ধুদের আগ্রহভরা অংশগ্রহণে এগিয়ে চলল কথা। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারিক ভাই শিশুদের সাথেই মিশে বসে ছিলেন। শিশুরা সেটা খেয়াল করেনি কিংবা ঠিক চিনতে পারেনি। এবার বললাম ওই গানের দলের একজন বন্ধু এই মুহূর্তে এখানে আছে! কে খুঁজে বের করতে পারবে। এবার অনেকে দেখেছি দেখেছি ওই ভাইয়াটিই ছিল বলতে লাগল। কেউ বলল আবার দেখাও আবার দেখাও। আমরা চলচ্চিত্রের তারিক ভাই-এর কিছু অংশ প্রজেক্টরে আবার স্থির করে দেখালাম। শিশুরা একবার প্রজেক্টরে দেখে তো একবার বসে থাকা তারিক ভাইকে দেখে। এবার বন্ধুরা সকলে নিশ্চিত হল আর সমস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগল হ্যাঁ এই তো ভাইয়া। এই ভাইয়াই তো ওই ভাইয়া। তারিক ভাই শিশুদের পাশে বসে স্মিত হাসছেন।

তারিক ভাই নিজেই পরিচিত হলেন। শিশুদের সাথে আড্ডায় মেতে উঠলেন। কি যে প্রাণবন্ত মানুষটির মিশে যাওয়া। এ যেনো চির শিশু তারিক ভাই। গল্পে আড্ডায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, শরণার্থীদের বিষয়ে কথা বললেন। বন্ধুদের কাছে কবিতা শুনলেন গান শুনলেন আরো কত কথা। গলা মিলিয়ে গাইলেন 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে/কত প্রাণ হল বলিদান/লেখা আছে অশ্রুজলে'। অল্পসময়ের মধ্যে তারিক ভাইয়ের সাথে সকলের অদ্ভুত এক বন্ধুত্ব হয়ে গেল। শিশুরা বলছে, তোমরা যে ট্রাকে করে ঘুরে বেড়িয়েছ তোমাদের কষ্ট হয়নি? কেউ বলছে, আচ্ছা তোমার সেই চশমাটা আছে এখোনো? বলছে, ভাইয়া ময়না পাখিটা তুমি কোথায় পেয়েছিলে। এরই মধ্যে কোন এক শিশু বলে উঠল, আচ্ছা ভাইয়া ময়নাটাও কি তাহলে রিফিউজি? কত যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আগ্রহ শিশুদের। তারিক ভাই বন্ধুদের সব আগ্রহ মেটাচ্ছেন। খুব সহজ করে সব কথার উত্তর দিচ্ছেন। গল্প যেনো শেষ হতে চায় না বন্ধুদের।

এক পর্যায়ে তারিক ভাই শিশুদের বললেন, এক হাজার গুনতে তোমার কত সময় লাগবে? পাঁচ হাজার, দশ হাজার, পাঁচ লক্ষ, দশ লক্ষ? শিশুরা বিস্ময় নিয়ে না না পারব না অনেক অনেক সময় লাগবে; এমন একটা অভিব্যক্তি নিয়ে তারিক ভাইয়ের দিকে চেয়ে থাকে। নিজেরা ফিস ফিস করে। শুনতে পাচ্ছি ওরা একজন আরেকজনকে বলছে- পাঁচ লক্ষ! দশ লক্ষ! সারাদিন লাগবে। কেউ বলছে, দুইদিন লেগে যাবে গুনতে। কেউ বলছে, আরে না দশদিন লাগবে তবুও শেষ হবে না।

এবার ফিস ফিস বন্ধ হল শিশুরা একেবারে চুপ হয়ে গেল। চোখ বড় বড় হয়ে গেল কথাটি শুনে। তারিক ভাই বলল, শোন তোমরা, পাঁচ লক্ষ দশ লক্ষ নয় এই দেশের স্বাধীনতার জন্য ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়েছে, জীবন দিয়েছে এই দেশটাকে ভালোবেসে।

বলতে বলতে তারিক ভাইয়ের গলা ভারি হয়ে ওঠে, বুকফাটা আত্মচিৎকার যেনো কান্না হয়ে বেরিয়ে এলো। তারিক ভাই কাঁদছেন। চোখ মুছছেন। কান্না লুকানোর চেষ্টা করছেন। নিমিশেই সব চুপ! নিস্তব্ধ। শিশুদের বললাম ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া যে দেশ সেই বাংলাদেশকে কি আমারা ভালোবাসি? ওরা হাত উঁচু করে সমস্বরে চিৎকার করে বলল হ্যাঁ ভালোবাসি। বললাম, দেশের ক্ষতি হয় মানুষের ক্ষতি হয়, এমন কিছু কি আমরা করব? ওরা আরো চিৎকার করে বলল, না করব না। এ যেনো নতুনের হাতে তুলে দেয়া তারিক ভাইয়েরই দেশপ্রেমের শপথের পতাকা।

আতিক রহমান

স্বেচ্ছাকর্মী শাওলি দাশগুপ্ত : আইএজিএস-এর মেম্বারশিপ কমিটিতে মনোনীত

IAGS
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GENOCIDE SCHOLARS

সম্প্রতি সমাপ্ত ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব জেনোসাইড স্কলার্স-এর সম্মেলনের পর নব-উদ্যমে পরিষদের কাজ শুরু হয়েছে। নব-নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ বিভিন্ন কমিটি পুনর্গঠন সূচনা করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ মেম্বারশিপ কমিটিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের স্বেচ্ছাকর্মী তরুণ গবেষক শাওলি দাশগুপ্ত সদস্য মনোনীত হয়েছেন। এই কমিটি সংগঠনের বিস্তার ঘটানো এবং আঞ্চলিক ও জেন্ডার-সমতা রক্ষা, নবীন গবেষকদের অধিকতর সম্পৃক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নির্বাহী পরিষদকে সাহায্য করবে। শাওলি দাশগুপ্তের এই দায়িত্ব-প্রাপ্তি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে আন্তর্জাতিক জেনাসাইড স্কলার্সদের সম্পর্ক জোরদার করবে বলে আশা করা যায়।

জামালপুর ও শেরপুর জেলায় গবেষকদল

একাত্তর পরবর্তী সময়ে বধ্যভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) এবং এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস আয়োজিত যৌথ গবেষণা প্রকল্পের আওতায় মাঠকার্য পরিচালনার জন্য ৬ সদস্যবিশিষ্ট এক গবেষকদল জামালপুর ও শেরপুর জেলায় গত ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত নানা তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে। গবেষক দলের নেতৃত্বে ছিলেন জাদুঘর কমকর্তা রঞ্জন কুমার সিংহ ও সিএসজিজেতে কর্মরত হাসান মাহমুদ অয়ন। সিএসজিজের চারজন স্বেচ্ছাসেবী গবেষক লুতফুন্নাহার সঞ্চি, ফয়সাল শাহরিয়ার রাতুল, শারজিন জাহান এবং জারিন তাসনিম উর্বি গবেষণার মূল কার্য সম্পাদন করেন। গবেষকবৃন্দের প্রত্যেকেই আইন বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। উক্ত গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয় 'একাত্তর পরবর্তী সময়ে বধ্যভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ'। ছয় দিনব্যাপী পরিচালিত এই মাঠকর্মের প্রথম তিন দিন জামালপুর ও পরের তিন দিন শেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বেশ কিছু উপজেলায় তথ্য অনুসন্ধান পরিচালিত হয়। গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বনে বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রত্যক্ষদর্শী, স্থানীয় এলাকাবাসী, স্কুল কলেজগামী শিক্ষার্থী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংগঠনের সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

জামালপুর জেলায় পরিচালিত মাঠকর্মের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে উল্লেখ্য আশেক মাহমুদ কলেজ, ফৌতি গোরস্থান, জামালপুর শ্মশানঘাট, চাপাতলা ঘাট, সাধনা ঔষধালয়, শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী, পিটিআই, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বেলটিয়া, শহীদনগর বারইপটল, কান্দার পাড়, গান্ধী আশ্রম, মুক্তি সংগ্রাম জাদুঘর, মেলান্দহের মুক্তিযুদ্ধ স্মারক স্মৃতিস্তম্ভ, দেওয়ানগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, বাহাদুরাবাদ ঘাট, ঝিনাই ব্রিজ, ধানুয়া কামালপুর যুদ্ধক্ষেত্র, ধানুয়া ব্যধভূমি, আট বীর মুক্তিযোদ্ধার গণকবর, বকশিগঞ্জ উলফাতুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ সংসদসমূহ। এছাড়াও গবেষণা দলটি শেরপুর জেলার শ্মশানঘাট, জি কে পাইলট উচ্চ বিদালয় এবং তৎসংলগ্ন শেরপুর গেইট, সূর্যদী স্কুল, কয়েরি ক্যাম্প, কোনাপাড়া বধ্যভূমি, কাটাখালি ব্রিজ, সোহাগপুর বিধবাপল্লী, মুক্তিযুদ্ধ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জাদুঘরসহ নানা স্থান সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে তথ্য সংগ্রহ করে। মাঠকার্য শেষে ১০ সেপ্টেম্বর দলটি ঢাকা ফিরে আসে।

জামালপুর ও শেরপুর জেলায় পরিচালিত উক্ত মাঠকর্ম নিয়ে গবেষকদল থেকে দু'জন তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। গবেষক শারজিন জাহান বলেন, যুদ্ধ বিজড়িত স্থানসমূহে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে অন্যরকম।

সাক্ষ্যদাতাদের বিবৃতি নিতে গিয়ে প্রায়শই আবেগতাড়িত হয়ে যাচ্ছিলাম। একই সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের এত কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে বেশ গর্ব বোধও হচ্ছিল। স্মৃতি বিজড়িত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য স্থানে স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হলেও অসংখ্য স্থানে সংরক্ষণের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি, যা আমাদের হতাশ করেছে।

অপর গবেষক লুৎফুন্নাহার সঞ্চি বলেন, এই গবেষণা প্রকল্পে গবেষক হিসেবে কাজ করার অনুভূতি অতুলনীয়। এই গবেষণাকার্য আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার। গবেষণার স্বার্থে যথাযথ অনুমতি সাপেক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী, শহিদ পরিবারের সদস্য, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানতে পেরেছি অনেক না জানা ও নির্মম ঘটনা এবং সেসবের স্মৃতিসংরক্ষণে নির্মিত স্থাপনাগুলোর বাস্তব অবস্থা। এই গবেষণার মাধ্যমে জানতে পারা গৌরবপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের গল্প যেমন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাড়িয়েছে, তেমনি ঐতিহাসিক স্থানসমূহের যথাযথ চিহ্নিতকরণ ও রক্ষণাবেক্ষনের অভাব মনকে পীড়িত করেছে।

হাসান মাহমুদ অয়ন

দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হলো জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

দীর্ঘ সাড়ে চারমাস সুরক্ষাবিধি মেনে বন্ধ থাকার পর ১৯ আগস্ট ২০২১ দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেয়া হলো জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ। ৩১ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত ৬৫৪ জন দর্শনার্থী এই স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন করেন, যাদের মধ্যে ২২৮ জন শিশু-কিশোর এবং ১৫২জন নারী। পাশাপাশি বধ্যভূমির সন্তানদলের আবৃত্তি ও গানের ক্লাস শারীরিক উপস্থিতিতে পরিচালিত হচ্ছে।

জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ : দর্শনার্থীদের মন্তব্য

এখানে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসসহ আরো কিছু বই সরবরাহ করা উচিত। বিশেষ করে সাত জন বীরশ্রেষ্ঠ'র মধ্যে প্রথম কে শহীদ হয়েছেন তা নিয়ে বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন রকমের তথ্য রয়েছে। সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা উচিত।

মাসুম
২১/০৮/২১

যুদ্ধের সময় আমার বাবার বয়স প্রায় ১৩ বছর, তিনি যুদ্ধে যেতে চাইলেও যেতে পারেন নি। সেই গ্লানি আজও তাকে কুড়ে কুড়ে খায়। কিন্তু তিনি ছদ্মবেশে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র বহন করে দিতেন, খাবার দিয়ে আসতেন। তিনি ছোট থেকেই আমার মধ্যে বুনে দিয়েছেন দেশের প্রতি মমত্ববোধ, দেশের প্রতি কর্তব্য। অক্ষর বুঝার বয়স থেকেই যুদ্ধের কথা শুনতে শুনতে আমার বড়ো হওয়া। আজ এই বধ্যভূমিতে আসার পর, বিশেষত কূপটি দেখার পর আমার সামনে যেন যুদ্ধের কাহিনীর ছোট চিত্র ভেসে উঠে। নিজেকে একজন বাংলাদেশি বলার মতো এমন সৌভাগ্য সবার নেই। দীর্ঘায়ূ হোক এই বাংলা।

লায়লা ফারিন
২৩/০৮/২১

প্রথমে মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। যাদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তাদের কিছু প্রামান্যচিত্র থাকলে অনেক ভালো হতো। এই জায়গাটা পরিদর্শন করে অনেক তথ্য পেলাম। আমার জানা ছিল না শাহজাদপুর বধ্যভূমি আছে, এখানে এসে জানতে পারলাম। এই রকম জায়গাগুলো তুলে ধরার জন্য কর্তৃপক্ষকে শুভেচ্ছা জানাই।

রহিম
ফরিকরাপুল, ঢাকা
২৪/০৮/২১

ভুলি নাই শহীদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মুরিদুল আলম

মুরিদুল আলম ২১ সেপ্টেম্বর নিজ গ্রাম চন্দনাইশ হতে ৭০ কি.মি. দূরে বাঁশখালী নামক স্থানে রাজাকার আলবদর বাহিনীর সাথে সরাসরি যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন। তারপর রাজাকাররা তাঁকে কুপিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। পরদিন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ডা. আবু ইউসুফ শহীদ মুরিদুল আলমের লাশ খুঁজতে গিয়ে তাঁর চশমাটি পান কিন্তু তার লাশ আর পাওয়া যায়নি।

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মুরিদুল আলম-এর চশমা
দাতা: মাহবুব আলম চিশতী

দাতা মেরি ফ্রানসিস ডানহ্যাম

অতীতের স্মারক উন্মোচন করে ইতিহাসের নব-দিগন্ত

SEPT/OCT 1974 VOL.1/NO.3

ASIA is a bi-monthly publication of The Asia Society, New York, a non-profit educational organization dedicated to deepening American understanding of Asia and stimulating thoughtful trans-Pacific intellectual exchange

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN IS HONORED AT TWO ASIA SOCIETY EVENTS

g appeal for "friendship, standing" for his beleaguered eikh Mujibur Rahman, Prime Republic of Bangladesh, on

sure the charisma for which ngladesh leader spoke infor- his honor which was arranged landladesh Council and Southern Asian Institute. heikh Mujib invited American in his country's development za Hotel, where he was guest and luncheon given by the tees and the Far East-America nd Industry. *(Text of the talk* me 175 persons, including ves as well as others repre- of New York, heard the re the American business incerely believe that in this nce, investment flows from abroad must be encouraged."

The Prime Minister was in New York on the occasion of the admission of Bangladesh to the United Nations.

Referring to his country's recent adoption of "a new investment policy inviting foreign participation in our industrial enterprises," the Bangalee leader noted that his country has launched an extensive program for oil exploration in its offshore areas. Great interest "has been shown by investors from all over the world, and particularly from this country, and a number of contracts have already been signed," he added.

The difficulties of Bangladesh are "formidable" but "not insurmountable," he insisted, decrying criticism of the nation's progress which he felt indicated little understanding of the realities. "We are committed to an intensive effort on our part to mobilize our human and material resources to develop a strong and viable economy," he promised.

Acknowledging the difficulties encountered in the "herculean task" of organizing "family planning in a successful manner," the Prime Minister asserted that his Government "is fully committed to population control."

Later at Asia House his impromptu remarks met with enthusiastic response from an overflow gathering of nearly 200 persons, most of whom had close associations with the new nation. Sheikh Mujib was accompanied by members of his Cabinet and the Bangladesh delegation to the session of the U.N. General Assembly. They were welcomed to Asia House by Phillips Talbot, president of the Society; W. Howard Wriggins, director of the Southern Asian Institute, and Daniel C. Dunham, chairman of the Bangladesh Council.

Alluding to the fact that five million of his country's 75 million people now face famine, Sheikh Mujib declared: "Of course we will suffer, but of course we can survive—a nation that can sacrifice three million people for independence, that nation cannot die."

He concluded with a plea that "all of us should try to make a new world of peace where we can all survive according to our own culture, our own traditions and our own history."

, Prime Minister of Bangladesh, t at a luncheon held in his honor el by The Asia Society and the Far Commerce and Industry. His lis- feller 3rd, left, founder of The Asia irman of its board of trustees, and of the Society.

Dan Sterbling

দেশ ও দেশের বাইরে থেকে ইতিহাসের স্মারক নানাভাবে এসে জমা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০২১ আয়োজিত স্মারক সংগ্রহ অনুষ্ঠানে এর বিভিন্ন প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছি। সেইসাথে এটাও উপলব্ধি করতে পারি স্মারকসমূহ ইতিহাসের কথা বলে, তবে অনুক্ত এবং উদ্‌ঘাটনের জন্য রয়ে যায় আরো অনেক তথ্য ও ঘটনা, সব মিলিয়ে ইতিহাসের নব-পরিচয় বুঝিয়ে দেয় সমাজ ও সভ্যতার অগ্রসরমানতা। ফলে আমরা দেখি ইতিহাস অতীতের স্থির ছবি নয়, নতুন তথ্য ও উদ্ভাসনের আলোকে চলমান ছবি, ঠিক যেমনটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

স্মারক সংগ্রহ অনুষ্ঠানে আমরা পেয়েছিলাম মেরি ফ্রানসিস ডানহ্যাম প্রদত্ত বেশ কিছু পুরনো প্রকাশনা, চিঠিপত্র, অডিও-ক্যাসেট ইত্যাদি। এই নিয়ে তৃতীয় দফা স্মারক দিলেন মেরি ডানহ্যাম এবং সুন্দরভাবে সব গুছিয়ে দিয়েছেন তাঁর কন্যা ক্যাথরিন ডানহ্যাম। নব্বই পেরনো মেরির চলতে-ফিরতে অসুবিধা হয়, পারকিনসনের কারণে হাত কাঁপে, তবে মনে-প্রাণে তিনি সজাগ। তাঁর সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ হয় আক্কু চৌধুরীর, এরপর ঢাকায় স্থপতিদের এক সম্মেলনে এসেছিলেন মেরি ফ্রানসিস ডানহ্যাম, ঘুরে গিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেগুনবাগিচার ভবন। তাঁর স্বামী ড্যানিয়েল ডানহ্যাম তখন প্রয়াত, তবে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে প্রবলভাবে সক্রিয় ছিলেন ডানহ্যাম-দম্পতি, তার বড় কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে এই পরিবারের নিবিড় সম্পৃক্তি। ষাটের দশকে স্থপতি-স্বামী ড্যানিয়েল ডানহ্যাম পেশাদারি কাজ নিয়ে এসেছিলেন ঢাকায়, কমলাপুর রেল স্টেশনসহ আরো কতক ভবন ও কারখানা নির্মিত হয়েছে তাঁর নকশায়। সেই সময় বাংলার সংস্কৃতি, বিশেষভাবে লোক-সংস্কৃতি নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করেছেন মেরি ডানহ্যাম। রিকশাচিত্র থেকে জারি গান, তাঁর আগ্রহের বিস্তার ছিল ব্যাপক। মেঘু বয়াতি, খালেক দেওয়ানসহ অনেক বাউলের গান আছে তাঁর সংগ্রহে, যা নিয়ে সিডিসহ প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থ 'Jarigan'।

২০১২ সালে ডানহ্যাম-দম্পতিকে 'মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু' সম্মাননা দেওয়া হলে মায়ের পক্ষে কেট ডানহ্যাম তা গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে নিয়ে আসেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য নানা দলিল। এর ডিজিটাল কপি তৈরি হয়েছে এবং আনুমানিক বারো খণ্ডে তা বিন্যস্ত হবে। ২০১৬ সালে আমি নিউইয়র্কে মেরি ডানহ্যামের অ্যাপার্টমেন্টে আপ্যায়িত হই, তখন আমার হাতে তিনি তুলে দেন ছোট দুই বাক্স। সেখানে রয়েছে প্রায় ১৭০০ নামের কার্ড, একাত্তরে ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টারে যত মানুষ এসেছে সংহতির কাজে, সহায়তাদানে, তাঁদের নাম ঠিকানা জমা রাখা হয়েছিল রিসেপসনিস্ট মহিলা স্বেচ্ছাকর্মীর কাছে। তিনি মেরিকে জানিয়েছিলেন সমস্ত কার্ড তাঁর ঘরে রয়েছে এবং মেরি তা নিয়ে এসেছিলেন আমাকে দেয়ার জন্য।

সেবারই মেরি ডানহ্যাম জানিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিতে নিউইয়র্ক আসেন তখন এশিয়া সোসাইটি তাঁর সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছিল। দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন হয়েছিল প্লাজা হোটেলে যেখানে এশিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড রকফেলার বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান। পরে এশিয়া সোসাইটি পরিদর্শন করেন বঙ্গবন্ধু, বিদ্বৎসমাজের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হন। সেজন্য সোসাইটির লবি সাজানো হয়েছিল বিশেষভাবে, জামদানি শাড়ি দিয়ে যে-সজ্জার কাজ করেছিলেন মেরি ডানহ্যাম। আমি জানতে চেয়েছিলাম প্লাজা হোটেলে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কপি পাওয়া যায় কিনা। কথাটা মনে রেখেছেন মেরি, এবং তৃতীয় দফার এবারের দলিলপত্রের সঙ্গে পাঠিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার কপি, যা আগে কখনো প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

ধন্যবাদ সামিয়া জামান, যিনি নিউইয়র্ক থেকে বয়ে এনেছেন এইসব সামগ্রী। ধন্যবাদ কেট এবং মেরি ফ্রানসিস ডানহ্যাম

10/1971

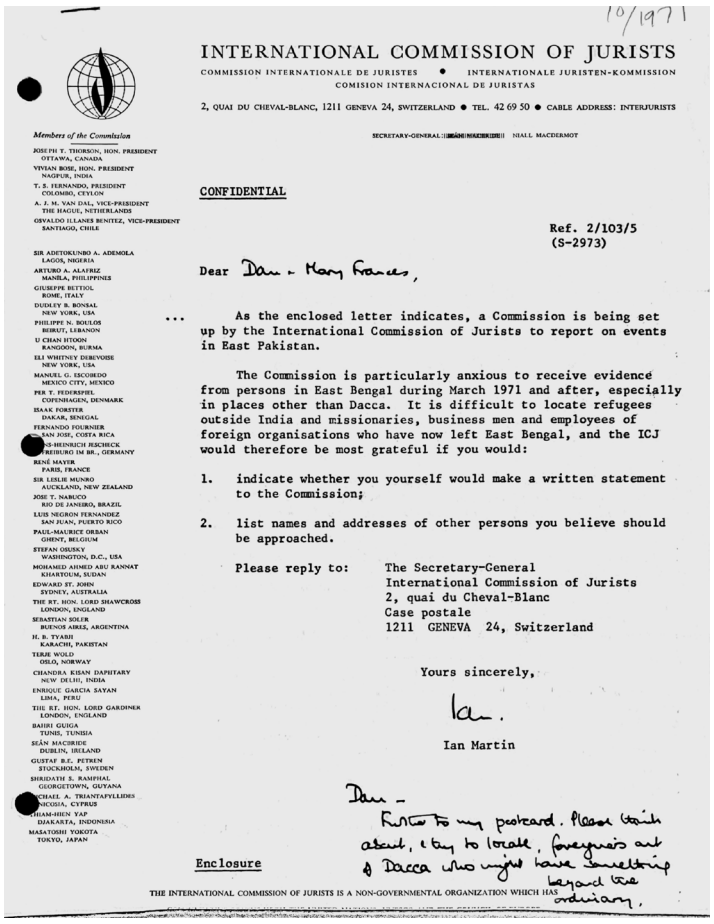

INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS

COMMISSION INTERNATIONALE DE JURISTES • INTERNATIONALE JURISTEN-KOMMISSION

COMISION INTERNACIONAL DE JURISTAS

2, QUAI DU CHEVAL-BLANC, 1211 GENEVA 24, SWITZERLAND • TEL. 42 69 50 • CABLE ADDRESS: INTERJURISTS

SECRETARY-GENERAL: NIALL MACDERMOT

Members of the Commission

JOSEPH T. THORSON, HON. PRESIDENT OTTAWA, CANADA
VIVIAN BOSE, HON. PRESIDENT NAGPUR, INDIA
T. S. FERNANDO, PRESIDENT COLOMBO, CEYLON
A. J. M. VAN DAL, VICE-PRESIDENT THE HAGUE, NETHERLANDS
OSVALDO ILLANES BENITEZ, VICE-PRESIDENT SANTIAGO, CHILE
SIR ADETOKUNBO A. ADEMOLA LAGOS, NIGERIA
ARTURO A. ALAFRIZ MANILA, PHILIPPINES
GIUSEPPE BETTIOL ROME, ITALY
DUDLEY B. BONSAL NEW YORK, USA
PHILIPPE N. BOULOS BEIRUT, LEBANON
U CHAN HTOON RANGOON, BURMA
ELI WHITNEY DEBEVOISE NEW YORK, USA
MANUEL G. ESCOBEDO MEXICO CITY, MEXICO
PER T. FEDERSPIEL COPENHAGEN, DENMARK
ISAAK FORSTER DAKAR, SENEGAL
FERNANDO FOURNIER SAN JOSE, COSTA RICA
NS-HEINRICH JESCHECK FREIBURG IM BR., GERMANY
RENÉ MAYER PARIS, FRANCE
SIR LESLIE MUNRO AUCKLAND, NEW ZEALAND
JOSE T. NABUCO RIO DE JANEIRO, BRAZIL
LUIS NEGRON FERNANDEZ SAN JUAN, PUERTO RICO
PAUL-MAURICE ORBAN GHENT, BELGIUM
STEFAN OSUSKY WASHINGTON, D.C., USA
MOHAMED AHMED ABU RANNAT KHARTOUM, SUDAN
EDWARD ST. JOHN SYDNEY, AUSTRALIA
THE RT. HON. LORD SHAWCROSS LONDON, ENGLAND
SEBASTIAN SOLER BUENOS AIRES, ARGENTINA
H. B. TYABJI KARACHI, PAKISTAN
TERJE WOLD OSLO, NORWAY
CHANDRA KISAN DAPHTARY NEW DELHI, INDIA
ENRIQUE GARCIA SAYAN LIMA, PERU
THE RT. HON. LORD GARDINER LONDON, ENGLAND
BAHRI GUIGA TUNIS, TUNISIA
SEÁN MACBRIDE DUBLIN, IRELAND
GUSTAF B.E. PETREN STOCKHOLM, SWEDEN
SHRIDATH S. RAMPHAL GEORGETOWN, GUYANA
CHAEL A. TRIANTAFYLLIDES NICOSIA, CYPRUS
HIAM-HIEN YAP DJAKARTA, INDONESIA
MASATOSHI YOKOTA TOKYO, JAPAN

CONFIDENTIAL

Ref. 2/103/5
(S-2973)

Dear Dan - Mary Frances,

As the enclosed letter indicates, a Commission is being set up by the International Commission of Jurists to report on events in East Pakistan.

The Commission is particularly anxious to receive evidence from persons in East Bengal during March 1971 and after, especially in places other than Dacca. It is difficult to locate refugees outside India and missionaries, business men and employees of foreign organisations who have now left East Bengal, and the ICJ would therefore be most grateful if you would:

1. indicate whether you yourself would make a written statement to the Commission;

2. list names and addresses of other persons you believe should be approached.

Please reply to: The Secretary-General
International Commission of Jurists
2, quai du Cheval-Blanc
Case postale
1211 GENEVA 24, Switzerland

Yours sincerely,

Ian.

Ian Martin

Dan -
Further to my postcard. Please think about, & try to locate, foreigners out of Dacca who might have something beyond the ordinary.

Enclosure

THE INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS IS A NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION WHICH HAS

১৯৭৪ সালে নিউইয়র্কের প্লাজা হোটেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ

ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ,

এখানে সমবেত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মাঝে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই দূরপ্রাচ্য-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিষদ ও এশিয়া সোসাইটিকে, তাদের প্রচেষ্টাতেই আজকে আমি আপনাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছি।

একাত্তরের দুঃসময়ে পাশে থাকার জন্য আমেরিকার জনগণ ও সংবাদমাধ্যমকে সাধুবাদ জানাই। মহান গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ধারক আমেরিকার জনগণের পক্ষেই এমন সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব ছিল। উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক যুগের অবসান ঘটলেও বাঙালিদের প্রতি অর্থনৈতিক শোষণের সমাপ্তি ঘটেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত হবার সাথে সাথে নিজেদের অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা মূর্ত করতে চেয়েছিল।

তিন বছর আগে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭২ সালে ভারতে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হওয়া লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এবং আরও অযুত গৃহহীনের খাদ্য ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত আমাদের করতে হয়েছে। বর্তমানে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তা ভিন্নমাত্রার। গত বছর কৃষি ও শিল্পখাতে আমাদের উৎপাদন ১৯৭২-৭৩ সালের চাইতে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে আমদানি বাবদ অর্থ পরিশোধে অক্ষমতার জন্য।

স্বাধীনতার পর থেকে বিশ্বের যে সকল রাষ্ট্রের সহযোগিতা আমরা পেয়েছি তাদের কথাও আমি কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করতে চাই। পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসনের বিশাল কার্যক্রমে এই সহযোগিতা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মূল্যবান। এই সহায়তার যথাযথ ব্যবহার হয়েছিল। যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে প্রায় এক কোটির অধিক মানুষের পুনর্বাসন, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধে যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার আংশিক পুনর্গঠন কাজের মধ্য দিয়ে। যখন পুনর্বাসন প্রক্রিয়া প্রায় সমাপ্ত এবং আমাদের অর্থনীতি সুনির্দিষ্ট পথে পুনর্গঠিত হচ্ছে ঠিক তখনই বিশ্বে দ্রব্যমূল্যের এক নজির-বিহীন উর্ধ্বগতি আমাদের স্থবির করে দিলো। ৭২-এর শেষ দিকে শুরু হওয়া বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতা আমাদের কঠিন আঘাত করেছে। ফলে আমাদের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা বিঘ্নিত হয়েছে। এতে আমাদের সাধারণ স্বল্প আয়ের মানুষের জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব পড়েছে। নিত্য-প্রয়োজনীয় আমদানিকৃত পণ্যের দাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে, যে দুটো পণ্য রপ্তানি করে আমরা ৮৫ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করি, যা হচ্ছে পাট এবং পাটজাত দ্রব্য, তার মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। যার ফলে আমাদের দেশ আমদানি বাবদ দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড়ো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আবারও বলতে চাই যে, আমার দেশ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় তা নিঃসন্দেহে বিশাল, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে এগুলো সমাধানের বাইরে নয়। একটি শক্তিশালী টেকসই অর্থনীতির বিকাশের জন্য মানব ও বস্তুগত সম্পদকে সংহত করতে আমাদের পক্ষ থেকে নিবিড় প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও বন্ধু দেশসমূহের সমর্থন ও সহযোগিতা এ ক্ষেত্রে একান্ত কাম্য। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এভাবেই আমাদের জনগণের জন্য উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করতে পারবো। সকলকে ধন্যবাদ।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ০২-৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official